রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৫ সনের ২৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১১, ২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬১—৩৮৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৭৯—৮২৫
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৯৩—৮৩৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ মার্চ ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০১৩.১৫.১০৮—পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩৬ এবং ৩৮ ধারা মোতাবেক ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবীকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য হিসেবে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে ০৭-০৩-২০১৫ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নেওয়াজ হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ বিভাগ
সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, পরিবীক্ষণ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ চৈত্র ১৪২১/১৫ মার্চ ২০১৫

নং SEIP/কমিটি/২৪/২০১৪-২০১৫/৫৪—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Support to Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)/Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হলোঃ

চোয়ারম্যান

(১) জনাব মোঃ জাহিদুল হক, ডি.ই.পি.ডি (এফ.এম), SDCMU/SEIP প্রকল্প।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

সদস্যবৃন্দ

(২) সৈয়দ নাসির এরশাদ, এ.ই.পি.ডি. (পাবলিক-১), SDCMU/SEIP প্রকল্প।

(৩) জনাব ফরিদ আহমেদ, সহকারী প্রধান, পরিবীক্ষণ শাখা-৩, অর্থ বিভাগ।

সদস্য-সচিব

(৪) জনাব মোহাম্মদ মমিনুল হক ভূঁইয়া, এ.ই.পি.ডি. (এফ.এম.-২) SDCMU/SEIP প্রকল্প।

২। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে—

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবেন;

(খ) সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

ফরিদ আহমেদ
সহকারী প্রধান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশাবলী

তারিখ, ০৫ চৈত্র ১৪২১/১৯ মার্চ ২০১৫

নং ৩৩৮/২০১৫/শুল্ক—The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরস্থ মেসার্স বি.এইচ ট্রেডার্স নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-০১, তারিখ: ২২-০২-১২) বিপরীতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নেবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	আমদানি প্রাপ্যতা
(১)	মদ/লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্	১,২০,০০০.০০ মাঃডঃ
(২)	সিগারেট, সিগারেট ও টোব্যাকো	৩,৩৫,০০০.০০ মাঃডঃ
(৩)	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ	১০,০০০.০০ মাঃডঃ
(৪)	খাদ্য সামগ্রী/টয়লেট্রিজ/ ইলেক্ট্রনিক্স ও অন্যান্য সামগ্রী	১০,০০০.০০ মাঃডঃ

নং ৩৩৭/২০১৫/শুল্ক—The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মেসার্স র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-৮৫৭/কাস-পিবিডব্লিউ/২০১৩, তারিখ: ১১-০৪-১৩) বিপরীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নেবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃডঃ)
(১)	মদ/লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্	৬০,০০০.০০
(২)	সিগারেট	১,৩০,০০০.০০
(৩)	অন্যান্য পণ্য (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স, কনফেকশনারী ও কসমেটিক্স)	৫০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১১০-বিচার-৩/১ডি-০৩/২০১১—যেহেতু, ঝিনাইদহের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে চাঁদপুরের জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৩/২০১১ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১১ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা হলে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী ঝিনাইদহের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে চাঁদপুরের জেলা ও দায়রা জজ, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১১ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং আর-৬/৭এন ৪৪/২০১৪-৩৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট এ, বি, এম, ফকর উদ্দিন, পিতা মরহুম জনাব খান আবদুর রহমানকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৭৪/২০০২-৫৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ এখলাছ উদ্দিন খাঁন, পিতা মৃত-আব্দুর রহিম খান, মাতা মোছাঃ আছিয়া খাতুন, গ্রাম হাতীবান্ধা, ডাকঘর বওলা, উপজেলা ফুলপুর, জেলা ময়মনসিংহ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ১২নং বওলা ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি)বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৫৩/২০১৩-১২২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব উৎপল চন্দ্র দাস, পিতা প্রাণ কৃষ্ণ দাস, মাতা মায়া রাণী দাস, গ্রাম ও ডাকঘর বাহের চর, উপজেলা রাংগাবালী, জেলা পটুয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০১৩-১২৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সুব্রত কুমার রায়, পিতা মৃত স্বপন কুমার রায়, মাতা বিউটি রানী রায়, বর্তমান ঠিকানা: ১৩৪ নং বি, কে রোড, নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের 'ক' অঞ্চলের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ২৬ ও ২৭নং ওয়ার্ডের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১

আদেশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১৪.০০.০০০০.০০৩.১১.০৮৯.১২.৪৩—অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (ডাক সার্ভিস) (সাময়িক বরখাস্ত) ও মামলা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা বেগম বাহিজা আক্তার (ক: ও স:), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল। মামলা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জানান যে, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (ডাক

সার্ভিস) (সাময়িক বরখাস্ত) নোয়াখালী প্রধান ডাকঘরে কর্মরত থাকা অবস্থায় রেমিটেন্স প্রেরণে বিলম্ব/শৈথিল্য, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন যা চাকুরী শৃঙ্খলা পরিপন্থি।

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (সাময়িক বরখাস্ত) জানান যে, তিনি একজন নবীন কর্মকর্তা। তিনি নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। তথাপি দায়িত্ব পালনকালে নিজের অজান্তে বা অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটির জন্য তিনি নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং এ মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, ভবিষ্যতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অধিকতর সচেষ্ট ও যত্নবানের পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সকল আদেশ নির্দেশ সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (সাময়িক বরখাস্ত) নি:শর্ত ক্ষমা ও ভবিষ্যতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে অঙ্গীকার করায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করত: উত্থাপিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল ও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হল।

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২১/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং তম/চলচ্চিত্র/৩-১১/২০০৫(অংশ)/১৪৩—জনাব মো: জসিম উদ্দিন, প্রযোজক, রাইসা ফিল্ম প্রোডাকশন, বিআরটিসি ভবন (৮ম তলা), ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক নির্মিত 'প্রেম যে করে সে জানে' চলচ্চিত্রটি সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ (সংশোধিত ২০০৬) এর ৪বি(১) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমস্ত বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং তম/চলচ্চিত্র/৩-১১/২০০৫(অংশ)/১৪৪—জনাব মোহাম্মদ জামাল, প্রযোজক, স্পার্ক ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল, ৭৩ কাকরাইল, ইস্টার্ণ হাউজিং, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক নির্মিত 'অশান্ত মেয়ে' চলচ্চিত্রটি সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ (সংশোধিত ২০০৬) এর ৪বি(১) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমস্ত বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি.এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ফাল্গুন ১৪২১/১ মার্চ ২০১৫

নং প্রম/প্রপ্রকক/বিভাগীয় অভিযোগ/২০১৪/ডি-১৮/৬৪—যেহেতু, জনাব আ. ফ. ম আব্দুল করিম, উপ-পরিচালক (পরিচিতি নম্বর ০৬২) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নির্দেশনা অমান্য করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সম্প্রচার মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন ও সংবাদপত্রে সাক্ষাতকার প্রদানের জন্য তাঁকে একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তিনি বিনা অনুমতিতে পুনরায় ৩০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে এটিএন বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর জবাব বিবেচনা করে দেখা যায় যে, তাঁকে একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় দু'টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীন সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন তথা অসদাচারণের সামিল এবং এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক জনাব আ. ফ. ম আব্দুল করিম (পরিচিতি নম্বর ০৬২)-এর বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারী শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৬১'-এর ৭(২) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে:

সেহেতু, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আ.ফ.ম আব্দুল করিম (পরিচিতি নম্বর ০৬২)-এর বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারী (শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৬১'-এর ৭(২) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৮(১)(বি) অনুযায়ী লঘুদণ্ডের আওতায় ১(এক) বছরের জন্য তাঁর ১(এক) টি ইনক্রিমেন্ট স্থগিত করার দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সিনিয়র সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ চৈত্র ১৪২১/১৫ মার্চ ২০১৫

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৬.৩১.৪০২.১১-২৮৯—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ আবদুল মজিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় কর্মরত থাকাকালীন আপনার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোছাঃ ফরিদা ইয়াছমিন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা অর্চনা বড়ুয়া এর ব্যক্তিগত নথি হারানো যায়।

যেহেতু, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর ২য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী শাখায় রক্ষিত নথি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তার। নথি হারানোর বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি আপনার বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়টি সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর (২) (এফ) (ii) অনুযায়ী কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রজু করে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের ২৬.০০.০০০০.০৮৬.৯৩.০০১.১৩-৯৭২ স্মারকে আপনাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, আপনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

যেহেতু, আপনি লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো বেশী সচেতন থাকবেন মর্মে অঙ্গিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মজিদ কর্তৃক অপরাধ স্বীকার করায় সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মজিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার)" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪২১/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ২৮.০৫.০০০০.০১২.২৭.০০১.১৪-৮৮—যেহেতু, জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-কে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং বিজ্বাখসবি(জ্বাঃ)প্রঃ ১/বিঃ প্রঃ ০১/০৫/৯৯৫, তারিখ: ০৮-০৮- ২০০৭ অনুযায়ী ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে "The Analysis of Crustal Structure Modeling and Tectonic of Bangladesh and West Bengal, Bengal Basin Using Geological And Geophysical data" শীর্ষক বিষয়ে পি.এইচ.ডি কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য ০১-০৯-২০০৭ তারিখ হতে ৩ (তিন) বৎসর প্রেষণে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-কে দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত কোর্সের অবশিষ্ট অংশ থিসিস Evaluation এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করতে ০২-১২-২০১০ হতে ০১-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত আরও ৬ (ছয়) মাস শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী সমাপ্তির লক্ষ্যে তিনি আরও ৬ (ছয়) মাস সময় পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করেন। তার আবেদন মঞ্জুর করার পূর্বেই তিনি পি.এইচ.ডি কোর্স সমাপ্ত করে ২৯-১১-২০১১ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং তিনি কর্মস্থলে যোগদানের পরের দিন অর্থাৎ ৩০-১১-২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

৩। যেহেতু, জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), জিএসবি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে ২ বছর ১ মাস ২ দিন (১৬-০১-২০১৪ পর্যন্ত) অর্থাৎ ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (সি) উপ-বিধিমতে "ডিজারশন" এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

৪। যেহেতু, জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), জিএসবি এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্তের জন্য জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার, উপসচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্ত করে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) উপ-বিধিমতে "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

৫। যেহেতু, জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), জিএসবি-কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৬)৫ উপ-বিধির বিধান মোতাবেক ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দিতে বলা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশটি গ্রহণ/জবাব প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৮)(বি) উপ-বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কমিশন সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে।

৬। সেহেতু, জিএসবি'র উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব), জনাব বিধান চন্দ্র মন্ডল-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) উপ-বিধিমতে "ডিজারশন" এর অভিযোগ/দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) উপ-বিধির বিধান মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হ'ল।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-০২
এল.এ. কেস নং-১৩৮(W)/১৯৬৬-১৯৬৭
"ঘোষণা পত্র"
ফরম ঘ

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৭.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

মৌজা ছোট লবনগোলা, জে,এল নং ২৬, সিট নং ০৩, উপজেলা বরগুনা সদর, জেলা বরগুনা,

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৭৬	১১০, ১৭১	১.১৯	০.১৪
২০৮০	১৬	০.২৪	০.০৬
২০৮১	১৭৮, ১৮৯	০.২২	০.০৫
২০৮৯	১৮২, ৩৯০	০.৫৩	০.০৮
২০৯০	৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯০, ৪৩৩	০.৭৬	০.২০
২০৯৯	১১০, ১৭১	০.১৫	০.১৪
২১০০	১৮২, ৩৯০,	০.২৬	০.০৮
২১০১	৪৩০	০.৬০	০.১৮
২১০৭	৪৩১	০.৬৬	০.২২
২১৭৪	৩৮৮, ৩৯০	০.১১	০.০৫
২১৭৫	৩৬৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৩৩	০.০৮	০.০৬
২১৭৯	১৩, ৩৩৫	০.১০	০.০৩
২১৮০	৩৩৫, ৩৩৬	০.০৮	০.০২

মোট জমির পরিমাণ=১.৩১ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল.এ কেস নম্বর-৬৯(W)/১৯৬৪-১৯৬৫

"ঘোষণা পত্র"

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার মোতাবেক ২৪-১১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেত, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা নয়াকাটা, জে,এল নং ১৬, সিট নং ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগে (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২১৯	১২৮	০.৪১
৩৫৩	১২৯	০.১১
৯	১৩০	০.৩১
৯	১৩১	০.৩০
৩৫৩	১৩২	০.২৭
১২	১৩৩	০.৫৩
২৫২	১৫৯	০.০৩
২৯০	১৫৮	০.১৩
২৫১	১৬০	০.০৫
২৫১	১৬১	০.০২
২৯০	১৬২	০.২৩
৩০৮	১৬৩	০.১২
৩০৮	১৭০	০.০৯
২৫১	১৭১	০.৫১

মোট= ৩.১১ একর

মোট তিন দশমিক এক এক একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নম্বর-৬৬(W)/১৯৬৪-১৯৬৫

"ঘোষণা পত্র"

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার মোতাবেক ২৪-১১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা সোনাতলা, জে,এল নং ২৩, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৪	২৬২	০.০৬
৪৯৯	২৬৩	০.১৫
৩১৮	২৬৫	০.৫২
৩১৮	২৬৬	০.১৪
২৬	২৬৭	০.০২
২৬	২৭৫	০.৩৪
২৬	২৭৬	০.৬১
২৬	২৭৭	০.০৬
৩১৮	২৭৮	০.২০

মোট=২.১০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নম্বর-৩৮(২৭)(W)/১৯৬৩-১৯৬৪

"ঘোষণা পত্র"

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৫৬—যেহেত, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার মোতাবেক ২৮-০১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা কাউয়ার চর, জে,এল নং ৩৭, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৩০	৫৬৪	০.২৩
৭৮	৫৬৫	০.৪৪
১২৭	৫৬৬	০.৪০
৪৮	৫৭৮	০.০৮
১২৭	৫৭৯	০.০৫
১৯	৬৬১	০.৩১
৩০	৬৬২	১.০৫
৯৫	৬৬৩	০.০৮
৩০	৬৬৪	০.১০
১৯	৬৬৫	০.২০
১১০	৬৬৬	১.০০
৯২	৬৭৭	০.৯৮
৯৮	৭০০	০.০৮
১২	৭০২	১.২৪
১০৮	৭০৪	০.০৬
১০২	৭০৫	০.০৯
২১	৭০৬	০.১১
১১৫	৭০৭	১.১১
১৩	৭৮৩	০.০৩
৩৪ ও ৩৮	৬৯৯	০.০৬
১১০	৪৯৪	০.৩৬
৮২	৪৯৬	১.০৮
১১০	৫৩৪	০.৫৬
৩৫	৫৩৫	০.১২
১৯	৫৩৬	০.১২
৭১	৫৬১	০.০২
৭১	৫৬২	০.০৫
১২৭	৫৬৭	০.২০
৪৮	৫৬৯	০.০৬
২৩	৫৭০	০.৫৯
৯২	৫৭১	০.১৪
৬২	৫৭৭	১.১০
৯১	৫৮০	০.৩০
৭১	৫৮১	১.৫৭
৪৫	৫৮২	১.৩০
৩৫	৫৮৩	২.৪৫
১৯	৫৮৪	১.৩৪
১৪	৫৮৬	০.০৫
৯০	৬৪০	০.২৩
৮৯	৬৫৯	০.১২
৩৫	৬৬০	০.১১
৬২	৬৬৭	০.৫৫
১১০	৬৭৮	০.২৬
১১০	৬৭৯	১.৬৬
৭৯	৬৮০	০.০৪

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৭৯	৬৮১	০.৩৫
৭৯	৬৮২	১.৫০
৭৯	৬৮৩	০.২৪
৭৯	৬৮৪	১.১২
১২৫	৬৯৪	১.১২
৩৪ ও ৩৮	৬৯৭	০.৭১
৩৪	৬৯৮	০.০১
১০৮	৭০৩	০.৮৮
১১৫	৭০৮	০.৭৮
১০২	৭০৯	৭.৫০
১০২	৭১১	০.৩৮
১০২	৭১২	০.৩৩
১০২	৭১৩	০.১০
৪৫	৭১৪	০.১২
১২৮	৭২৬	০.১২
৬৪	৭৩৩	০.০৩
৭০	৭৩৫	১.৮০
৭০	৭৩৬	০.০১
১০১	৭৮২	২.৫০

মোট=৪১.৬৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নম্বর-৪১(W)/১৯৬৯-১৯৭০

"ঘোষণা পত্র"

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৫৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৩-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চাকামইয়া নিশানবাড়িয়া, জে, এল নং ৩, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৮২	২০২৬	০.৩৭
৬৫	২০২৭	০.৫৫
৪০৯, ৪৭১, ৫৪১	২২৬৯	০.৩৪
৪০৯, ৪৭১, ৫৪১	২২৭৩	০.৫৫
৪০৯, ৪৭১, ৫৪১	২২৭৫	০.১১
২৬২, ৫৫৬	২৩২২	০.০৯
১৮২	২৩২৩	০.১৮

মোট=২.১৯ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এলএ কেস নং ৯০(w)/১৯৬২-৬৩

ঘোষণাপত্র

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৫৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-১১-১৯৬২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা লালুয়া, জে এল নং ১৪, সিট নং ২ ও ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৭৮	৩৭৬	০.০৬
২৭, ৭৪/১	৩৯৫	২.১২
২৭, ৭৪/১	৩৯৬	১.৩৭
২৭	৩৯৭	০.৭৬
১১১	৩৯৮	০.৭০
১১১	৩৯৯	০.৭২

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৬	৭০৮	১.০৫
২৬	৭০৯	১.৬৫
২৬	৭১০	০.২০
১৪, ১৩১	৭৬৯	১.১৮
১৪, ১৩১	৭৭০	১.১২
৪৯, ৮৭	৭৭৫	১.২৫
৪৯, ৮৭	৭৭৮	০.৭৫
২৬	৭৮১	০.২০
১৩৬	৭৮৬	০.৪১
১৩৬	৭৮৭	০.০৩
১৩৬	৭৮৮	০.১৩
৩৮	৭৮৯	০.৬০
৩৮	৭৯৩	০.০৪
৩৮	৭৯৪	০.০৮

মোট=১৪.৪২ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এলএ কেস নং ১৭৫(w)/১৯৬৬-১৯৬৭

ঘোষণাপত্র

ফরম ঘ

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৭.১৪-৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা চর-চরকগাছিয়া, জেএল নং ২৪, সিট নং ০১, উপজেলা বরগুনা সদর, জেলা বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৩	৬৬৯	০.৩৫	০.২৪
২৪	৬৬৯	০.৩২	০.২৪
২৫	৬৬৯	০.৪০	০.১৫
২৬	৬৬৯	০.৩৮	০.২২
২৯	৬৭৪	০.১৯	০.১০
৩০	৬৭৩	১.১৫	০.৬৮
৪১	৩৬০, ৭২৯, ১২৩৬	১.৮৪	০.৮০
৪৪	৭৮৯	১.৬৪	০.৫২
৫১	৩০২, ৩৩০	০.৫৯	০.৪৪
৫২	৬০৬, ৯৫০	০.৫৯	০.৪৬
৮৪	৪০৪, ১০৭০	০.৩৮	০.২৬
৮৮	৬৭৯	০.৩৮	০.২৬
৯৩	৬৮৬	০.১০	০.১০
৯৪	৪৮১, ৬৮৬	০.০৯	০.০৯
৯৫	৯৯৪	০.০৮	০.০৮
৯৬	৮৮	০.০৯	০.০৯
৯৭	৫৮০, ১০৭২	০.১৯	০.১৯
৯৮	১১৫১	০.০২	০.০২
১০১	৬১, ৬২	০.০৩	০.০৩
১০২	৮৮	০.০২	০.০২
১০৫	৯৯৪	০.০৩	০.০৩
১০৬	৪৮১, ৬৮৬	০.০৩	০.০৩
১১০	৪০	০.১৯	০.১৯
১১১	৪৮১, ৬৮৬	০.১৩	০.১৩
১১২	১২০৫	০.৪০	০.৪০
১১৩	৪০৪, ১০৭০	০.১০	০.১০
১১৬	১৭	০.১৫	০.১১
১১৭	৯৯৩	০.২৫	০.২৫
১১৮	৪৯৩	০.১৪	০.১৪
১১৯	১৫০	০.১৪	০.১৪
১২০	৯৯৩	০.০৪	০.০২
১২৪	৯৯৬	০.১৫	০.১৩
১২৫	১২০৮	০.৬১	০.১৫
১২৬	৪৮৫	১.৪১	০.৩৭
১৩৯	৩১৮, ৩১৯	০.২৪	০.২১
১৪১	৫১২	০.০৮	০.০৮
১৪৩	১৫০	১.৫৫	০.৪৪
১৫৫	১২০৭	০.৪২	০.২৪
১৫৬	১১৭৫	১.০৬	০.৪৪
১৬১	৪৯৯, ৫৪৮, ৬৮৭, ১২১২	১.২৪	০.৫৩
১৬৮	৯৯৩	০.৭৫	০.২৬
১৬৯	৯৯৩	০.৭৮	০.২৬
১৭২	৪৮৫	০.১০	০.০৮
১৭৩	১৭	১.৬১	০.৪৫
১৮২	৮৪১, ৮৫১	১.৬৭	০.৫৫
১৮৪	৬৭৭	০.৪৪	০.২৭
১৮৫	১২৪৮	০.৪৯	০.২৯
১৯৩	১৫৫	০.৭৫	০.৩০
১৯৪	৪১৬	০.৭২	০.২৭
১৯৯	১২৯০	১.৫১	০.৩৬
২০০	৪৫৬	০.৪০	০.১৮
২০১	৪৫৯, ৪৬৪	১.৪১	০.৩২
২১৫	৯৬৯	০.২৬	০.১৮
২১৬	৯৬৭	০.৮৩	০.৪০
২১৭	৬৩, ৬৩৭, ১১৮৬	১.২৭	০.৪০
২১৮	৫৭৭	১.৩৯	০.৩২

দাগ নং	খতিয়ান নং দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৫৫	৬৫	০.৮০	০.০১
২৫৭	৫৭, ৪৬১	০.৫৮	০.৩৮
২৫৮	৯৩৪, ১২০৬	০.৪৬	০.৩৮
২৫৯	৬৮৪	০.২৯	০.২৬
২৬০	৫৭৯	০.২১	০.০৮
২৬১	৫৭২, ৪৬১	০.৩৪	০.২০
২৬২	১২৭১	০.৬২	০.৩৮
২৬৩	১১০, ১১৯৫	০.৫৬	০.৩৬
২৭৩	৮৬৮	১.৪৪	০.৫৮
২৮৭	১২৮, ৩৪২	০.৭২	০.২৩
২৮৮	১১২০	১.৯৪	০.৭২
২৮৯	১২৮২	০.৭৫	০.২০
২৯২	১২৮০	১.০০	০.২৭
২৯৩	৫৭৯, ৯৭২, ৯৭৩, ১০২৫	১.৬৬	০.৫৬
২৯৯	১২৯৮	১.২৮	০.৪২
৩০০	১১০	১.৩৯	০.৩৬
৩০৩	১১৯৫	১.২৭	০.৩৫
৩০৪	৮৯৮	০.৯২	০.২০
৩০৫	১২১৪	০.৩৯	০.১৬
৩১৪	৯৯৩	০.১৬	০.০৭
৩১৫	৫১২	০.১৮	০.১৪
৩১৬	৫১২	০.০৮	০.০৮

মোট জমির পরিমাণ= ২০.৪০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এলএ কেস নং ০২(w)/১৯৭১-৭২
ঘোষণাপত্র
ফরম নম্বর ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৮০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-১০-১৯৭১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা কাউয়ারচর, জে এল নং ৩৭, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৬, ২৭	৫২৯	০.১৫
১২৪	৫৩০	০.০২
২৬, ২৭	৫৩১	০.৪৫
১৯	৫৩২	০.২০
৯৫	৫৩৩	০.১৮
১১০	৫৩৪	০.০৬
৩৫	৫৩৫	০.০৮
১৯	৫৩৭	০.৩২
১৯	৫৩৮	০.১৮
৩০	৫৩৯	০.০৫
৯২	৫৫২	০.১০
৯২	৫৫৬	০.২৬
১২৭	৫৬৭	০.১২
৯২	৫৭১	০.০৬
৯১	৬৩৯	০.৩০
৯০	৬৪০	০.৭৯
৮৯	৬৫৯	০.২২
৩৫	৬৬০	০.১০
১৯	৬৬১	০.০২
৬২	৬৬৭	১.০২
৯৫	৬৬৯	০.৬১
৬২	৬৭০	০.২২
৭৯	৬৮১	০.৩০
৭৯	৬৮২	০.৩৫
১০৮	৭০৩	০.১২
৪৫	৭১৪	০.৫২
৩৫	৭৮১	০.০২
১০১	৭৮২	০.৫৫
৭৯	৬৩৪	০.২৪
১২৫	৬৯৪	০.১২

মোট জমি=৭.৭৩ একর।

কথায়ঃ বার দশমিক চার চার একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৩৩(w)/১৯৬৪-৬৫
ঘোষণা
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৮১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-১১-১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা ডালবুগঞ্জ, জে এল নং ২৯, সিট নং ৮।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৪২৭, ৪২৮	৪৭১৫	০.১৭
৪২৭, ৪২৮	৪৭১৬	০.৩৬
৪২৭, ৪২৮	৪৭১৭	১.০৪
		মোট=১.৫৭ একর।

কথায়ঃ এক দশমিক পাঁচ সাত একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ১১২(w)/১৯৬৪-৬৫
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৮২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০৬-১৯৬৫ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা মিঠাগঞ্জ, জে এল নং ২১, সিট নং ৫।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৬১	৪৬৬৯	০.৮৯
		মোট=০.৮৯ একর।

কথায়ঃ শূন্য দশমিক আট নয় একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৬৮(w)/১৯৬৪-৬৫
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৮৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১১-১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চান্দুপাড়া, জে এল নং ১৭, সিট নং ৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৭৬, ১১৪, ২৩, ২০, ১৮	১৬২৮	০.০৬
১৭৬, ১১৪, ২৩, ২০, ১৮	১৬২৯	০.৪৫
		মোট=০.৫১ একর।

কথায়ঃ শূন্য দশমিক পাঁচ এক একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৬০(w)/১৯৬৫-৬৬
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-৮৪—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৫-১৯৬৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা খেপুপাড়া, জে এল নং ৬, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৯৮	১০৪০	০.১৪
২৯৮	১০৪০	০.০৫
৩৮৪	১০৪০	০.১৪
		মোট=০.৩৩ একর

কথায়ঃ শূন্য দশমিক তিন তিন একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৭৯(w)/১৯৬৪-৬৫
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-৮৭—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-১১-১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা টুঙ্গিবাড়িয়া, জে এল নং ৪১, সিট নং ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৭৯	৪৬০	০.০৫
৪২০	৪৯৭	০.০৯
৩৪৮	৪৫৫	০.০২
২৭৯	৪৫৭	০.১৪
২৭৯	৪৫৮	০.১২
২৭৯	৪৬১	০.০৫
২৭৯	৪৬২	০.০৩
২৭৯	৪৬৪	০.১৭
২৭৯	৪৬৫	০.১৭
২৭৯	৪৬৬	০.২৩
২৫৪	৪৭১	০.৩৮
১১৪, ১১৫, ২৮০	৪৭২	০.১৯
১১৪, ১১৫, ২৮০	৪৭৩	০.১৫
৭২	৪৭৮	০.১৫
৭২	৪৭৯	০.২৩
৫১	৪৮০	০.২০
৫১	৪৮১	০.২৯
৮২	৪৮৭	০.১২
৮২	৪৮৮	০.১৪
৮২, ৩৪৭	৪৮৯	০.১৭
১৯০, ৩৪৯	৪৯২	০.০১
১৯০, ৩৪৯	৪৯৪	০.০৮
৮৩	৪৯৬	০.১৫
৪২০	৫০০	০.১২
		মোট=৩.৪৫ একর।

কথায়ঃ তিন দশমিক চার পাঁচ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৩২(w)/১৯৬২-৬৩
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-৮৮—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-০২-১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা ধূলাশ্বর, জে এল নং ৩২, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩৫	৮০১	০.৪৫
১৩৫	৮০২	০.২০
১৩৫	৮০৩	০.২০
১৩৫	৮০৪	০.২৩
১৩৫	৮০৫	০.১৪
১৩৫	৮০৬	০.১৬
১৩৫	৮০৭	০.১০

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩৫	৮০৮	০.২৬
১৩৫	৮০৯	০.৩০
১৩৫	৮১১	১.৪৭
১৩৫	৮১৫	০.০৮
১৩৫	৮১৬	১.১৬
১৩৫	৮১৭	০.৬৪
১৩৫	৮১৮	০.০৪
২২৪	৮২০	০.৪২
১৯৭	৯০১	০.৩৬
১১৮	৯১০	০.৩৪
১৩৯	৯১১	২.০০
১৩৯	৯১২	২.০২
১১৮	৯১৩	১.০৩
১৩৯	৯১৪	১.৪২
১৩৫	৯১৫	০.২০
১১৭	৯১৬	১.০৬
১৬২	৯২৩	১.৭০
১৮৭	৯২৫	৩.৭২
১৮৭	৯৩০	০.১৮
১৪১	৯৩৪	১.৮০
১৪১	৯৩৫	০.৯৫
১৪১	৯৩৯	০.৮০
১৪১	৯৪০	০.৬৬
১৪১	৯৪৩	১.১০
১৪১	৯৪৪	০.২৪
১৪১	৯৪৫	০.৯৭
১৪১	৯৪৬	০.৬০
১৪১	৯৪৭	০.৯০
১৪১	৯৫০	১.১০
১৪১	৯৫১	০.০২
১৪১	৯৫২	৫.১০
১৪১	৯৫৩	০.০১
২১, ১৩৭, ১৭৯, ২২০, ২৫৭	৯৫৪	০.২৫
১১৭	৯১৭	০.২০
		মোট=৩৪.৫৩ একর।

কথায়ঃ চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তিন একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৭/১৯৭৮-৭৯

ঘোষণাপত্র

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-৮৯—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০২-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা বাদুরতলী, জে এল নং ৭, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৩০	৮১৬/১৩০৬	০.৪৩
২২৬	৮১৫/৪	০.১৬
২২৭	৮১৫/৫	০.০৬
		মোট=০.৬৫ একর।

কথায়ঃ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৩১/১৯৬৫-৬৬

ঘোষণাপত্র

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-৯০—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০১-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা গোলবুনিয়া, জে এল নং ১৩, সিট নং ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৮২, ১২৮, ১৩৯	৪৮৪	০.১৪
১২১	৪৮৫	০.৩২
১২১	৪৯৫	০.৪০
১২১	৪৯৬	০.০৬
১৬৭	৪৮৬	১.১২
১১৯	৪৮৮	০.৩৬
৬	৪৮৯	০.৩৭
১২৮, ১৩৭	৪৯২	০.৯০
২১৫	৪৯৩	০.১৫
		মোট=৩.৮২ একর।

কথায়ঃ তিন দশমিক আট দুই একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৩৮/২০(w)/১৯৬৩-৬৪
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-৯১—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-০৯-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা লতাচাপলী, জে এল নং ৩৪, সিট নং ২২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৭৩, ২৮৫, ৩২৭	৬৮২৪	০.৩৮
২৭৩, ২৮৫, ৩২৭	৬৮২৫	০.০৪
২৭৩, ২৮৫, ৩২৭	৬৮২৬	০.০৬
২৭৩, ২৮৫, ৩২৭	৬৮২৭	০.০৭
১০০৮	৬৮২৮	০.০৪
১০০৮	৬৮২৯	০.৩৮
১০০৮	৬৪৩০	২.১০
৬৮৫	৬৮৭০	২.০২
৬৮৫	৬৮৭১	০.০৬
৬৯৬	৬৮৭২	০.৭৮
৭৭৪	৬৮৭৩	০.৪১
৬৮৮	৬৯০৩	১.০৫
৪৫০	৬৯০৫	১.২১
৪৮৮	৬৯৪৫	০.৩৬
৪৮৮	৬৮৪৭	০.৫০
৪৮৮	৬৯৪৮	০.৮০
৪৮৯	৬৯৪৯	০.৯৫
৪৮৯	৬৯৫০	০.১১
৪১৯	৭০৩৮	০.০৫
৪০৪	৭০৩৯	০.৩৪
		মোট=১১.৭১ একর।

কথায়ঃ এগার দশমিক সাত এক একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৬(w)/১৯৭৯-৮০
ঘোষণাপত্র
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৩-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা নিজামপুর, জে এল নং ২৫, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৬৪	১৫৪২	০.০২
২৩১	১৫৪৬	১.০০
১৬৪	১৫৫৬	০.১৮
১৬৪	১৫৫৭	০.২৫
২৩১	১৫৫৮	০.৩৫
২৩১	১৫৫৯	০.৫৭
		মোট=২.৩৭ একর।

কথায়ঃ দুই দশমিক তিন সাত একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ০৮(w)/১৯৭১-৭২

ঘোষণাপত্র

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৯৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০৮-১৯৭১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা গামুরিবুনিয়া, জে এল নং ২, সিট নং ৫।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫২১	৬৩১৯	০.০৪
৫২১	৬৩২০	০.০২
৫২১	৬৩২১	০.০২
৫২১	৬৩২৩	০.০৩
৫২১	৬৩২৪	০.০৯
৫২১	৬৩২৫	০.০১
৫২১	৬৩২৬	০.৪২
৫২১	৬৩২৭	১.০৬
৫২১	৬৩২৮	০.০২
৫২১	৬৩২৯	০.০৭
৫২১	৬৩৩০	০.১৮
৫২১	৬৩৩১	০.০৮
৫২১	৬৩৩২	০.০৮
৫২১	৬৩৩৪	০.০২
৫১৯	৬৩৫৩	০.১৮
৫১৯	৬৩৫৪	০.০৪
৫১৯	৬৩৫৫	০.৩০
৫১৯	৬৩৭৪	০.১৮
৫০৬, ৫০৭, ৫১৯	৬৪১৪	১.১২
৫১৯	৬৪১৯	০.০২
৫০৫, ৫১৯	৬৪২০	১.১২
৫১৯	৬৪২৫	০.২৪
৫১৯	৬৪২৬	০.১৮
৫১৯	৬৪২৭	০.২০
		মোট=৫.৭২ একর।

কথায় ঃ পাঁচ দশমিক সাত দুই একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৯ ফাল্গুন ১৪২১/৩ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০০০.০৫৫.২০১১-৯৬—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	সালুখোড়া	৭৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	শালধর	১৮০	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৩)	সাহাপুর	২২৩	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৪)	উত্তর ধনপুর	২৩৪	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৫)	দক্ষিণ ধনপুর	২৪৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৬)	পূর্ব ধর্মপুর	৩১১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৭)	দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	৩১৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৮)	সাওরাতলী	৩৩১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৯)	শুভনগর	৩৬৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১০)	দক্ষিণ রামপুর	৩৭৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১১)	ধর্মপুর	৩৮৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১২)	গোপিনপুর	৩৮৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১৩)	কুরিয়াপাড়া	৩৮৩	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১৪)	হোসেনপুর	১২	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৫)	খিরনশাল	১৮৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৬)	আটিয়াবাড়ী	১৫৪	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৭)	মুরগাঁও	১৬৫	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৮)	উরকুটি	১৮৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৯)	কালীয়ারচর	৬৩	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২০)	মহরঙ্গ	১১৬	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২১)	কুসুমবাড়ী	১৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(২২)	চাঁদ কলমিয়া	৩৫	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৩)	লুধুয়া	১৬১	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৪)	আশাগি	১৭৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৫)	মধ্য চাঁদপুর	১৭৫	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৬)	বালি খারা	৭০	বুড়িচং	কুমিল্লা
(২৭)	চৌগুরা	৭৪	বুড়িচং	কুমিল্লা
(২৮)	যদুপুর	১০৭	বুড়িচং	কুমিল্লা
(২৯)	পাঁচরা	১১৭	বুড়িচং	কুমিল্লা
(৩০)	মিরপুর	১২৬	বুড়িচং	কুমিল্লা
(৩১)	সোনাকান্দি	০১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩২)	বিনোদপুর	১৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৩)	মজিদপুর	১৬	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৪)	করিমাবাদ	২৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৫)	মজমেরকান্দি	৩৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৬)	হরিণপুর	৪১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৭)	দুর্ল্লভদী	৪৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৮)	তুলসীঘাটা	৪৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৯)	উত্তর দুর্গাপুর	৫৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৪০)	তিতৈয়া রামপুর	৭৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪১)	চর লস্তি	৯৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪২)	আমিরাবাদ	১৫০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৩)	দক্ষিণ গাজিপুর	১৬৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৪)	বারৈয়াকুরি	১৬৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৫)	নাগেরকান্দি	১৭৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৬)	বড় পুতাভাঙ্গাঁ	১৮০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৭)	নশিপুরা	২২৬	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৮)	দিঘলগাঁও	২৩৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৪৯)	বড় মাহাম্মদপুর	২৫৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৫০)	বগাদি কিসমত	৩৫	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবড়ীয়া
(৫১)	নারায়নপুর	৪৪	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবড়ীয়া
(৫২)	বিদ্যাকোট	৭১	নবীনগর	ব্রাহ্মণবড়ীয়া
(৫৩)	মথুরাপুর	১৫৮	কচুয়া	চাঁদপুর
(৫৪)	রামপুর	১৫২	কচুয়া	চাঁদপুর
(৫৫)	সেতিনারায়নপুর	১২৬	শাহরাস্তি	চাঁদপুর
(৫৬)	ঘড়িমন্ডল	১৫৫	শাহরাস্তি	চাঁদপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০০৭.১২-৯৭—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	রঙ্গপুর	৬২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	ঘিলাতলী	২২০	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৩)	দয়াপুর	২৫০	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৪)	মধ্য রামচন্দ্রপুর	২৫৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৫)	হেমজড়া	২৬৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৬)	মহাম্মদপুর	২৭৩	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৭)	উলুরচর	৩৪২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৮)	হাসিমপুর	৩৯১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৯)	ইলাসপুর	৩৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১০)	চান্দুল	৪৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১১)	বর্দ্ধইন	৩৫৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১২)	সাতঘরিয়া	৩৬৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৩)	বিজলীপাঞ্জর	৩৮	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৪)	কালিকাপুর	৫৮	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৫)	কাশারীখোল	৭৯	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৬)	বামনীসার	৯৮	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৭)	কুরুইন	১১০	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৮)	সিঙ্গরিয়া	১৭০	লাকসাম	কুমিল্লা
(১৯)	দক্ষিণ বদরপুর	১৭২	লাকসাম	কুমিল্লা
(২০)	সাপমারা চরের গাঁও	১	হোমনা	কুমিল্লা
(২১)	অযোধ্যানগর	৮৮	হোমনা	কুমিল্লা
(২২)	মেহার	৪২	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২৩)	বড় গোবিন্দপুর	১১৮	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২৪)	কনকইজ	৫৬	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২৫)	বাহুড়া	১৬০	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২৬)	অশ্বদিয়া	১৬৬	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২৭)	বড়কালী	১৯৯	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২৮)	আজিয়ারা	২০৬	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২৯)	মুরা কোটা	২১৬	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩০)	পূর্ব সোলাপুখরিয়া	৯৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩১)	বনকরা	৮০	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩২)	মানিকসার	২১২	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৩)	ছোট তুলাগাঁও	৮৬	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৪)	কাঞ্চনপুর	১০৭	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৫)	চোওরী	১২০	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৬)	জোর পুখরিয়া	১০১	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৭)	মধ্য লক্ষীপুর	১১৮	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৮)	ভোওরী	১১৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৯)	দক্ষিণ পেয়ারচর	০৫	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪০)	চর মনোহরখাদী	০৮	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪১)	মনোহরখাদী	০৯	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪২)	লালপুর	১৬	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৩)	রামদাসদী	৯৬	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৪)	কোটারাবাদ	৯৭	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৫)	জাফরাবাদ	৯৫	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৬)	সফরমালি	৩২	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৭)	ঘাসিপুরচর	১০৪	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৮)	সাপদি	১০৫	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৪৯)	গোবিন্দিয়া	১৩৪	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৫০)	মদনা	১৩৬	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
(৫১)	মুক্তারকান্দী	৩৪	মতলব	চাঁদপুর
(৫২)	শিকারীকান্দি	৩৬	মতলব	চাঁদপুর
(৫৩)	ছোট দুর্গাপুর	৪৮	মতলব	চাঁদপুর
(৫৪)	নীলের চর	৬৬	মতলব	চাঁদপুর
(৫৫)	চর ওয়েবষ্টার	৭৪	মতলব	চাঁদপুর
(৫৬)	নেদামদি	৮৯	মতলব	চাঁদপুর
(৫৭)	বাহের চর	৯১	মতলব	চাঁদপুর
(৫৮)	পেয়ারীখোলা	১০৫	মতলব	চাঁদপুর
(৫৯)	কালিয়াস	১১৫	মতলব	চাঁদপুর
(৬০)	ডাকুরকান্দী	১৩৭	মতলব	চাঁদপুর
(৬১)	এনায়েতনগর	১৩৯	মতলব	চাঁদপুর
(৬২)	ফতেপুর	১৪১	মতলব	চাঁদপুর
(৬৩)	গোয়ালভর	১৪২	মতলব	চাঁদপুর
(৬৪)	ছোট চর কালিয়া	১৫৭	মতলব	চাঁদপুর
(৬৫)	চর নিলখি	১৬৫	মতলব	চাঁদপুর
(৬৬)	সাদুল্লাপুর	৩২	মতলব	চাঁদপুর
(৬৭)	নিশ্চিন্তপুর	৪৩	মতলব	চাঁদপুর
(৬৮)	লক্ষীপুর	১৩৪	কচুয়া	চাঁদপুর
(৬৯)	পুনসাহী	১৫০	কচুয়া	চাঁদপুর
(৭০)	চর সোলাদী	১৭	হাইমচর	চাঁদপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৭১)	ইন্দুলি	৩৮	হাইমচর	চাঁদপুর
(৭২)	কালাছড়া	২৩৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৩)	হরষপুর	১৭৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৪)	জগদীশপুর	১৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৫)	বড় পাইকপাড়া	১৮৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৬)	বাগদিয়া	১৮৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৭)	ভুলতারা	২৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৮)	দক্ষিণ জগৎসার	২৫৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৭৯)	জয়নগর	১৪	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৮০)	গুতমা	৮৯	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৮১)	ইব্রাহিমপুর	১০৪	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ ফাল্গুন ১৪২১/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০২.০০৮.১২-১৭১—যেহেতু, সেনবাগ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান এর বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের মূল ভবনের পিছনের উত্তর পূর্বপাশে জনাব আবু নাসের দুলাল নামক এক ব্যক্তি একটি বহুতল ভবন নির্মাণকালে ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিম পাশের ছাদের কার্ণিশ বিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ সত্বেও সরকারি সম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি যথাসময়ে অবহিত না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন, সেহেতু তাঁর ৩০-১২-২০১২ তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযোগের বিপক্ষে তিনি যথাযথ তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়; ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে বিদ্যালয়টির বেদখলীয় ভূমি দখলমুক্ত হয়েছে মর্মে জানানো হয় এবং বিদ্যালয়ের বেদখলীয় ভূমি দখলমুক্ত হওয়ার সমর্থনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিবেদন প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান, সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক), সেনবাগ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী-এর ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থাপিত জবানবন্দি, আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সেনবাগ, নোয়াখালীর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

শাখা-১৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ মাঘ ১৪২১/১০ ফেব্রুযারি ২০১৫

নং শিম/শাঃ ১৯/২০-১/২০১১/৬১—বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ১০(১) ধারা মোতাবেক প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার মাস্‌উদ আহ্‌মদ, ডীন, ফেকাল্টি অব টেক্সটাইল ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়-কে নিম্নবর্ণিত শর্তে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ করা হলো ঃ

(ক) উপাচার্য পদে তাঁর এ নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেও তাঁকে অব্যাহতি দিতে পারবেন;

(খ) উপাচার্য হিসেবে তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন-ভাতাদি পাবেন এবং উপাচার্য পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঘ) এ নিয়োগ তাঁর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল।

ফাতেমা জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃংখলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ মাঘ ১৪২১/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-০৮/২০১৩/২৫— যেহেতু, জনাব মোঃ হেমায়েত আলী শাহ্, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু জনাব মোঃ হেমায়েত আলী শাহ্, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা)-কে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপবিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১৭ ফাল্গুন ১৪২১/০১ মার্চ ২০১৫

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৭০.১৪-২২—যেহেতু, কাজী তারিকুজ্জামান, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জকে গত ২০-০৮-২০১৪ তারিখ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী'র সাথে টেলিফোনে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক গত ২০-০৮-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ৪১.০০. ০০০০.০৩৬.২৭.০৭০.১৪.৩৬৩ স্মারক মূলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালা'র বিধি-৩(বি) মোতাবেক গত ১৪-১০-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৭০.১৪ .৩৭৭ স্মারক মূলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগী মামলা (মামলা নং-১০/১৪ তাং ১৪-১০-২০১৪) দায়ের করা হয়।

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী'র দিন ধার্য করা হয়। শুনানীর পূর্বেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেন;

সেহেতু কাজী তারিকুজ্জামান, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জকে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে তাঁর 'সাময়িক বরখাস্ত' আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্ত কালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাছিমা বেগম এনডিসি
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ, ১০ ফাল্গুন ১৪২১/২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩৬.০৬৫.০১৫.০০.০২.০০৯.২০১০-৪৯—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক ২৪টি শিল্পনগরী কর্মসূচি" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নলিখিত ৪(চার) ক্যাটাগরির ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ এবং ০১-০৬-২০১৪ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতনস্কেল
১	২	৩	৪
(১)	কম্পিউটার অপারেটর/ করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক	১২ (বার) টি	৪,৭০০-৯,৭৪৫/-(১৬ নং স্কেল)
(২)	পাম্প ড্রাইভার	১১ (এগার) টি	৪,৪৮০-৮,৬৬০/-(১৮ নং স্কেল)
(৩)	পিয়ন/ম্যাসেঞ্জার	৬ (ছয়) টি	৪,১০০-৭,৭৪০/-(২০ নং স্কেল)
(৪)	গার্ড/দারোয়ান	১৪ (চৌদ্দ) টি	৪,১০০-৭,৭৪০/-(২০ নং স্কেল)
	মোট=	৪৩ (তেতাল্লিশ)টি	

শর্তসমূহ ঃ

(ক) পাম্প ড্রাইভার. পিয়ন/ম্যাসেঞ্জার, গার্ড/দারোয়ান এর পদে কর্মরত জনবল অবসর গ্রহণ, মৃত্যুজনিত বা অন্যকারণে পদ শূন্য হলে উক্ত পদসমূহে জনবল নিয়োগ করা যাবে না। Out Sourcing এর মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে হবে; এবং

(খ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলে বর্ণিত অন্যান্য বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ ফাল্গুন ১৪২১/২ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৪.১৫-১৭১—যেহেতু, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রিপোর্টকৃত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (প্রাক্তন পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী মোসাঃ হালিমা আক্তার কর্তৃক দায়েরকৃত বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত, বরগুনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(ক)(খ)(গ)/৩০ ধারায় মামলা নং-৬৩৯/২০১৪-তে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত, বরগুনা ১৯-১-২০১৫ তারিখ গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট ৮-২-২০১৫ তারিখ ৪ সপ্তাহের আগাম জামিন প্রদান করেন, যা ২-৩-২০১৫ তারিখে শেষ হবে; এবং

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ED (Reg. V11)/S-123/78-115(500). Dated Dacca the 21st November. 1978 এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামিনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Taken into custody মর্মে গণ্য হবেন বিধায় তাকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন।

৩। সেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম MEMORANDUM NO-ED (Reg. Vii)S-123/78-115(500), Dated Dacca The 21st November, 1978 অনুযায়ী পুলিশ সুপার, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (প্রাক্তন পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ)-কে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

কারা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ চৈত্র ১৪২১/১৫ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.২৩.০৩.০০৩.২০১৪-৮৪—যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ভূঞা, জেলার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার (রাংগামাটি জেলা কারাগারে বদলিকৃত এবং বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত) এর বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলার দায়ে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০. ২৩.০৩.০০২.২০১৪-৩৬৭ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিগত ০৮-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৬(এ) বিধানমতে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট হাজির হয়ে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলেও তার অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা তার নজর এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা সুলভ আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়না;

সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করলেন-

(১) জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ভূঞাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হলো।

(২) তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো।

(৩) জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ভূঞার সাময়িক কর্মচ্যুতির সময়কাল কর্মরত ছিলেন বলে গণ্য হবে এবং তিনি উক্ত সময়ে প্রাপ্য বেতন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৩ ফাল্গুন ১৪২১/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৪-৮৯—চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার মামলা নং ১৮, তারিখ: ১৬-০৫-১৪ খ্রিঃ মূলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করে জননিরাপত্তা ও জনশৃংখলা বিঘ্নিত করত: নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে অচল করার প্রচেষ্টা গ্রহণসহ ষড়যন্ত্র করায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(১) এর (ক)/১০ ধারার অভিযোগে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ৫ ফাল্গুন ১৪২১/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.২০১৪-৯১—বগুড়া সদর থানার মামলা নম্বর-৭৯, তারিখ: ২৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ১০/১১/১২/১৩ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ১৫:৩০ ঘটিকার সময় বগুড়া সদর থানাধীন আদর্শ কলেজ পাড়ায় সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক সন্ত্রাসী জঙ্গী অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচিত করে "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রসীকার্য সংঘটনের অভিযাগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় "সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ৬ ফাল্গুন ১৪২১/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৫-৯৫—ডিএমপি, ঢাকার বিমান বন্দর থানার মামলা নং ৩০, তারিখ: ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ মূলে আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অভিযোগ বাংলাদেশের বাহিরে ইরানের বন্দর আব্বাসে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভাড়া করা একটি বাসায় মামলার ঘটনাস্থল বিধায় তদন্তের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৮ ধারায় সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৯৮—কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার মামলা নং ১৬, তারিখ: ১৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(১)(ক)(ই)(ঘ)/১২ ধারা মামলার গত ১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে লাকসাম বাজারে মহড়া দিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(১)(ক)(ই)(ঘ)/১২ ধারার অপরাধ। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৯৯—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং ০১, তারিখ: ১-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)(ই)(ঈ)(উ)/১২ ধারা মামলার গত ৩০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ আসামীগণ পিস্তল, লাঠি দিয়ে চৌদ্দগ্রাম থানাধীন তথ্য সেবা কেন্দ্রে প্রবেশ করে সরকারি সম্পদের ক্ষতি সাধনসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)(ই)(ঈ)(উ)/১২ ধারার অপরাধ। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-১০০—বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২নং চরজব্বর আমলী আদালত, নোয়াখালী দরখাস্ত মামলা নম্বর ৩৯১/২০১৪, তারিখ: ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী গত ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্যের বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় অস্বীকার করে দেশের স্বার্বভৌমত্ব নস্যাতের অপচেষ্টা চালানোসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "রাজাকার, খুনি, পাক বন্ধু" বলে এক অসত্য, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অশ্লীল বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২১/১২১ক/১২৩-ক/১২৪-ক ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-১০১—বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৩নং বেগমগঞ্জ আমলী আদালত, নোয়াখালী দরখাস্ত মামলা নম্বর ৬৬৬/২০১৪, তারিখ: ২৩-১২-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী গত ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্যের বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় অস্বীকার করে দেশের স্বার্বভৌমত্ব নস্যাতের অপচেষ্টা চালানোসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "রাজাকার, খুনি, পাক বন্ধু" বলে এক অসত্য, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অশ্লীল বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২১/১২১ক/১২৩-ক/১২৪-ক ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-১০২—বিজ্ঞ মেট্রো-পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩য় আদালত, সিলেট-এ দরখাস্ত মামলা নম্বর ৬৮/২০১৪, তারিখ: ২২-১২-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী জনাব তারেক রহমান গত ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্যের ইস্ট-লন্ডনস্থ অ্যাট্রিয়াম ব্যাংকোয়েট হলে যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বব উহার সার্বভৌমত্ব বিলোপকরণকে সমর্থন করা উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান তথা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি, স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজাকার' এবং গণহত্যায় জড়িত মর্মে বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৩-ক ধারায় মামলা রুজু ও তদন্ত করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৩ ফাল্গুন ১৪২১/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৩-১০০—যেহেতু, ডাঃ নাঈমা সিদ্দিকা (১২৪৮৬৭), ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর গত ১৯-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৩-৭৬৪ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৩-০৬-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৩-৪৭৬ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৬-১১-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০৩৫.২০১৪-৩৮১নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৫-০২-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ নাঈমা সিদ্দিকা (১২৪৮৬৭), ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুরকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৯-০৮-২০১২ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪২১/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৩-১২৬—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন (১১২০১৯), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা গত ০৭-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৪-২০১২ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৩-২১০ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৮-০১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৩-৭৮ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৬-১১-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০২০.২০১৪-৩৭৯নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২২-০২-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন (১১২০১৯), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৭-০৭-২০১০ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪২১/৫-মার্চ ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১২-১৩৯—যেহেতু, ডাঃ সুজয় বড়ুয়া (১০১০৮৮১), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার, সার্জারী বিভাগ, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম গত ২৫-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১৮-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.০৭৩.২০১২-৩৭৭ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৭-০৩-২০১৩ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১২-৩৪৮ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিষ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৮-০১-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০৩৪.২০১৪-২৩নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৬-০২-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সুজয় বড়ুয়া (১০১০৮৮১), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার, সার্জারী বিভাগ, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রামকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৫-০২-২০১২ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২১/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১৩৩.২০১৩-৩২—যেহেতু, ডাঃ রওনক জাহান (১২২৩৫৯), সহকারী সার্জন, আড়বাব ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লালপুর, নাটোর গত ২৬-০১-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(C) অনুযায়ী ডাঃ রওনক জাহান (১২২৩৫৯), গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ রওনক জাহান (১২২৩৫৯), সহকারী সার্জন, আড়বাব ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লালপুর, নাটোর-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৬-০১-২০১৩ হতে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৬৯.২০১৩-৩৩—যেহেতু, ডাঃ নাদিরা বেগম (১২২০৫১), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বটিয়াঘাটা, খুলনা গত ০৫-০৬-২০১২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিরি দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(C) অনুযায়ী ডাঃ নাদিরা বেগম (১২২০৫১) গত ০৯-০১-২০১২ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ নাদিরা বেগম (১২২০৫১), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বটিয়াঘাটা, খুলনাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০৬-২০১২ হতে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ৩ ফাল্গুন ১৪২১/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৪৬.২০১৩-৩৭—যেহেতু, ডাঃ লতিফা জাহান, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ গত ০১-১২-২০১০ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করলেও শুনানীতে উপস্থিত হননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর 5(C) অনুযায়ী ডাঃ লতিফা জাহান গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ লতিফা জাহান, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-১২-২০১০ হতে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ ফাল্গুন ১৪২১/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-২৪৫—কক্সবাজার পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সাইফুদ্দিন খালেদ গত ১৭-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১)(চ) মতে সরকার উল্লিখিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ বৈশাখ ১৪২২/০৪ মে ২০১৫

নং ৪৭.০২৩.০২২.০৬১.০০.৪৭.২০১১-১১৩—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭নং আইন), সংশোধিত ২০০২ (২০০২ সনের ২৯নং আইন), সংশোধিত ২০১৩ (২০১৩ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৮(৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় লিঃ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পত্র নং-৪৭.০৬১.০০০০.০৩০.৩৫.০০৩.৮২(অংশ-৫)-৮৮, তারিখঃ ৩০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ মূলে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটিকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৮(৬) ধারা মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য বলা হয়। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর বিধান এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর নিবন্ধিত উপ-আইন এর মধ্যে বেশকিছু অসংগতি থাকায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর নিবন্ধিত উপ-আইন সংশোধনসহ উক্ত সমবায় সমিতির ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করে ১২০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এ কারণে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের পত্র নং-৪৭.০৬১.০০০০.০৩০.৩৫.০০৩.৮২(অংশ-৫)-৮৮, তারিখঃ ৩০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ মূলে গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ৩১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো ঃ

শর্তসমূহ :

(১) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর বিদ্যমান নিবন্ধিত উপ-আইন সংশোধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সদস্য তালিকা/ভোটার তালিকা সংশোধন/হালনাগাদ করতে হবে;

(৩) উপরের ১ ও ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালনের জন্য বিদ্যমান সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিসমূহ এককালীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত মর্মে গণ্য হবে; এবং

(৪) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের কর্মকালীন বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এ কাদের সরকার
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০১২-২৮১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ ছাদেকুর রহমান, পিতা মৃত বন্দে আলী মিয়া, মাতা রুপিয়া খাতুন, গ্রাম শ্রীভল্লবপুর, ডাকঘর আহম্মদ নগর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০১২-২৮২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ ফয়সাল, পিতা সুলতান আহাম্মদ, মাতা খোদেজা বেগম, গ্রাম দয়াপুর, ডাকঘর বাজার চৌয়ারা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২৫ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৮ মে ২০১৫

নং ৩০.০১৬.০২৫.০০.০০.০০৪.২০১৫-১৬৪—পর্যটন বর্ষ-২০১৬ (Visit Bangladesh Year-2016) উদযাপন উপলক্ষে নিম্নোক্তভাবে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হলঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

উপদেষ্টা

(১) মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সভাপতি

(২) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(৪) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

(৬) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

(৭) মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

(৮) মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমী

(৯) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১০) মহাপরিচালক (অর্থনৈতিক বিষয়াবলী), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১১) যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১২) যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১৩) যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৪) যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(১৫) যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৬) যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১৭) যুগ্মসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১৮) যুগ্মসচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১৯) যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২০) যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(২১) যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

(২২) যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(২৩) যুগ্মসচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(২৪) যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণলয়

(২৫) যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(২৬) সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)

(২৭) সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস্ (আটাব)

(২৮) সভাপতি, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্রিয়াব)

সদস্য-সচিব

(২৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) পর্যটন বর্ষ-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(খ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাব-কমিটি গঠন ও অনুমোদন;

(গ) পর্যটন বর্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও ব্যয় অনুমোদন;

(ঘ) গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে উত্থাপন;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন কর্মকর্তা এবং ট্যুরিজম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ৩০.০১৬.০২৫.০০.০০.০০৪.২০১৫-১৬৫—পর্যটন বর্ষ-২০১৬ (Visit Bangladesh Year-2016) উদযাপন উপলক্ষে নিম্নোক্তভাবে পার্বত্য তিন জেলায় জেলা কমিটি গঠন করা হলঃ

পার্বত্য জেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

আহ্বায়ক

(১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)

সদস্যবৃন্দ

(২) জেলা প্রশাসক

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ

(৪) পুলিশ সুপার

(৫) সিভিল সার্জন

(৬) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)

(৭) পৌরসভার মেয়র (সকল)

(৮) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

(৯) অধ্যক্ষ, সরকারি কলেজ (সকল)

(১০) উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর

(১১) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

(১২) উপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(১৩) প্রধান শিক্ষক, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বালক/বালিকা, সকল)

(১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

(১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ

(১৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ

(১৭) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর

(১৮) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর

(১৯) সভাপতি, জেলা ফেডারেশন অব চেম্বার

(২০) সেক্রেটারি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা

(২১) প্রতিনিধি, জেলা শিল্পকলা একাডেমী

(২২) প্রতিনিধি, শুল্ক ও ভ্যাট কমিশনারেট (যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ের)

(২৩) এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত দুইজন বেসরকারি প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(২৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) জেলা পর্যায়ে পর্যটন বর্ষ-২০১৬ উদযাপনের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট প্রণয়ন;

(গ) মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) পর্যটন বর্ষ-২০১৬ উদযাপনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও ব্যয় অনুমোদন;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কেয়া খান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-১

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০৬৯.১৪-১০৬—যেহেতু এল, এ মোকদ্দমা নং-১৩৮/৬১-৬২ ভুক্ত নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩১-১০-২০০০ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭(অংশ-১)-৫৭৬ নং স্মারকে সর্বজনাব ওয়ালিউল হাসানাত, ওয়াসিল মিয়া, আলেয়া হাসানাত ও ডেইজি দিলোয়ারা হোসাইন এর অনুকূলে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অধিগ্রহণ হইতে অবমুক্ত করা হয়, যাহা ১৬-১১-২০০০ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের ৪৯৭ ও ৪৯৮ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে;

যেহেতু পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে ১২-৫-২০০২ তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭(অংশ-১)-২১৭ নং স্মারকে ওয়ালিউল হাসানাত গংদের নামের পরিবর্তে সৈয়দ ইবাদুর রহমান গংদের নামে অবমুক্ত হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছিল;

সেহেতু ইতঃপূর্বে ১৬-১১-২০০০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে ৪৯৭ ও ৪৯৮ নং পৃষ্ঠায় ওয়ালিউল হাসানাত গংদের নামে প্রকাশিত ভুল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি এতদ্বারা বাতিল করা হইল এবং নিম্নরূপ সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইল ঃ

তফসিল

সি.এস খতিয়ান নং	সি. এস দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণকৃত জমি হইতে প্রত্যাহারকৃত জমির পরিমাণ	যাহাদের অনুকূলে অবমুক্ত করা হইল
৪১২	১২১০ (এক হাজার দুইশত দশ)	২.০৬ একর	০.১৬ একর (শূন্য দশমিক এক ছয় একর)	সৈয়দ আলাউর রহমান গং সাং-ল-১৭, মেরুল, বাড্ডা, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
উপসচিব।